বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 26 JUN 1989
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

56

শিক্ষাঙ্গন

শিক্ষক সংকট

সম্প্রতি সংসদে প্রশ্নোত্তর দানকালে শিক্ষা মন্ত্রী শেখ শহীদুল ইসলাম বলেছেন, দেশের সরকারী কলেজসমূহে ১৮শ' ৫০টি শিক্ষকের পদ খালি রয়েছে। এদের মাঝে অধ্যক্ষ-৬, উপাধ্যক্ষ-১০৭, অধ্যাপক-১১০, সহযোগী অধ্যাপক-৬০০, সহকারী অধ্যাপক-৪১০ এবং প্রভাষকের ৬শ' ১৭টি পদ।

তিনি আরো জানান, বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের ৬শ' ৮৮টি পদ খালি রয়েছে। তাছাড়া সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের খালি পদের সংখ্যা হচ্ছে ৪শ' ৯৫টি। আর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ৫ হাজার ৭শ' ৯৯ জন শিক্ষকের পদ খালি আছে।

এগুলো হিসেব করলে দেখা যায় প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সর্বমোট শিক্ষকের পদ খালি আছে ৮ হাজার ৮শ' ৩২টি।

মোটকথা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয়, সরকারী কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে ৮,৮৩২ জন শিক্ষকের পদ খালি থাকার ফলে এদেশের ছাত্র-ছাত্রীরা দৈনিক এক ঘন্টা করে হলেও অনুরূপসংখ্যক ক্লাশে পাঠ গ্রহণ এবং পাঠদানের সুযোগ হতে বঞ্চিত হচ্ছে দিনের পর দিন।

শোনা যায়, আমাদের দেশের ছাত্র-ছাত্রীরা পরীক্ষায় যেন নকল না করে, অসদুপায় অবলম্বন না করে এবং তারা যেন শান্ত-সুবোধ হয়ে যথার্থভাবে পরীক্ষা দেয়। এর জন্য পর্যায়ক্রমে বহুমুখী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে। এটা অত্যন্ত আশার কথা, সান্ত্বনার কথা। কিন্তু পাঠ্যভুক্ত যে বিষয়ের শিক্ষক নেই কিংবা এক-আধ বার পালাক্রমে যে বিষয়ের পাঠদান অন্য বিষয়ের শিক্ষক দ্বারা সম্পন্ন করা হয় সেক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীরা প্রয়োজনীয় জ্ঞান আহরণ করবে কি করে এবং তারা সেই বিষয়ের পরীক্ষাই বা সুষ্ঠুভাবে কেমন করে দিবে—এ নিয়ে বহু অভিভাবকই শঙ্কিত হয়ে পড়েছেন।

কথায় বলে, শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। এই মেরুদণ্ডটি ঠিক না হলে কোন জাতিই সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের সমন্বয়ে গঠিত এই মেরুদণ্ডের একাংশ আছে কিন্তু অপর অংশটি অনুপস্থিত—এহেন অবস্থায় জাতীয় জীবনে কুজোভাব দেখা দেয়া মোটেই অস্বাভাবিক নয়। কুজোপরায়ণতা পরিহার করে সোজা হয়ে দাঁড়াতে হলে শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষকের অভাব অবশ্যই পূরণ করতে হবে। এর জন্য যে পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার, তা যতশীঘ্র বাস্তবায়িত হবে ততই মঙ্গল।

এ, কে, এম, ফজলুর রহমান মুন্সী